



## 110804 - হজ্জ বা উমরা পালনোত্তর নারীদের চুল কাটার পদ্ধতি

### প্রশ্ন

আমার মা উমরা আদায় করার পর অজ্ঞেতাবশতঃ শুধু এক গুচ্ছ চুল কটেছেন। এখন এর হুকুম কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা উমরার একটা ওয়াজবি কাজ। নারীদের জন্য মাথা মুণ্ডন করার অনুমতি নেই। তাদের জন্য অনুমোদিত হল চুল ছোট করা। তবে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী মাথার সবগুলো চুল ছোট করা আবশ্যিক। এটি মালকেও হাম্বলি মাযহাবে অভিমত। যদি কারো মাথার চুলগুলো বণী করা থাকে তাহলে সবগুলো বণীর মাথা থেকে কাটবে। যদি বণী করা না থাকে তাহলে সবগুলো চুল একত্রিত করে সবগুলো চুল থেকে কাটবে। মুস্তাহাব হচ্ছে আঙুলের এক কর পরমাণ কাটা। এর চয়ে কমও কাটতে পারনে। যহেতে চুল কাটার পরমাণ নির্ধারণমূলক কোন শরয়িদলিল বর্ণিত হয়নি।

আল-বারযা (রহঃ) 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে (৩/২৯) বলেন: পক্ষান্তরে, কোন নারী যখন ইহরাম করার মনস্থ করবনে তখন তিনি তার চুল বণী করে নবিনে যনে তিনি হালাল হওয়ার জন্য চুল কাটতে পারনে। কী পরমাণ চুল কাটবনে? ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আঙুলের এক কর পরমাণ। ইবনে হাববি ইমাম মালকে থেকে বর্ণনা করনে যে, আঙুলের এক কর পরমাণ কিংবা এর চয়ে একটু বেশি কিংবা এর থেকে একটু কম। ইমাম মালকে বলেন: আমাদের মাযহাবে এর সুন্নিদৃষ্টি কোন পরমাণ নেই। যতটুকু কাটে সটো জায়যে হবে। তবে, মাথার সবগুলো চুল কাটতে; সটো লম্বা চুল হোক কিংবা খাটো চুল হোক। [সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) তাঁর মুগনি নামক গ্রন্থে (৩/১৯৬) বলেন:

চুল কাটা কিংবা মুণ্ডন করা সবগুলো চুল থেকে করতে হবে। নারীদেরকেও এভাবে করতে হবে (অর্থাৎ চুল ছোট করার ক্ষেত্রে)। এটাই আমাদের অভিমত। ইমাম মালকেও এটাই বলছেন। [সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন: যতটুকু কাটুক না কনে জায়যে হবে। ইমাম আহমাদ বলেন: আঙুলের কর পরমাণ কাটবে। এটি ইবনে উমর (রাঃ), শাফয়ে, ইসহাক, আবু সাওর এর অভিমত। ইবনে উমর (রাঃ) এর উক্তরি কারণে এটাকে মুস্তাহাব হিসেবে ধরা হবে। [সমাপ্ত]



তিনি আরও বলেন (২/২২৬):

নারীরা আঙুলেরে কর পরমিণ নজি মাথার চুল কাটবে। আঙুলেরে কর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সর্ব উপররে গরি থকে আঙুলেরে মাথা। নারীদরে ক্ষতেরে বধিান হচ্ছে চুল ছোট করা; মুণ্ডন করা নয়। এ বিষয়ে কোন ইখতলিফ নই। ইবনুল মুনযরি বলেন: আলমেগণ এর উপর ইজমা করছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকে বর্ণতি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নারীদরে উপরে মাথা মুণ্ডন নই; তাদরে জন্য রয়ছে- চুল ছোট করা।”[সুনানে আবু দাউদ] আলী (রাঃ) থকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদরেকে মাথা মুণ্ডন করতে নষিধে করছেন।”[সুনানে তরিমযি] ইমাম আহমাদ বলতনে: “চুলেরে প্রত্যকে বণী থকে এক কর পরমিণ কর্তন করবে।” এটি ইবনে উমর (রাঃ), শাফয়েি, ইসহাক, আবু সাওর প্রমুখরে অভিমিত। আবু দাউদ বলেন, “আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেসে করতে শুনছি: নারীরা কি সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করবে? তিনি বলেন: হ্যাঁ। মাথার সবগুলো চুলকে সামনরে দকি এনে চুলেরে আগা থকে আঙুলেরে কর পরমিণ কর্তন করবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ বনি উছাইমীন (রাঃ) ‘আল-শারহুল মুমতী (৭/৩২৯) গ্রন্থে বলেন: তাঁর কথা: “নারীরা কর পরমিণ কর্তন করবে”। অর্থাৎ আঙুলেরে কর পরমিণ। আঙুলেরে কর হচ্ছে- আঙুলেরে গরি। অর্থাৎ কোন নারীর চুলে যদি বণী থাকে তাহলে তিনি চুলেরে বণী (মুঠ করে) ধরবেন; চুলেরে বণী না থাকলে চুলেরে আগা ধরবেন; ধরে আঙুলেরে কর পরমিণ কাটবেন। আঙুলেরে কররে পরমিণ প্রায় ২ সঃমঃ। বর্তমানরে নারীদরে মধ্যে প্রসদিধ হচ্ছে তারা চুলেরে আগা আঙুলে পঁচায়, যখনে চুলেরে দুই প্রান্ত মলিতি হয় সে স্থানরে কাটাকে ওয়াজবি মনে করে — এটি সঠিক নয়।[সমাপ্ত]

উপরোকত আলোচনার আলোকে বলা যায় যনি এক গুচ্ছ চুল কটেছেন তিনি শরয়িতসম্মতভাবে চুল কাটেননি। এখন তার কর্তব্য হচ্ছে, আমরা চুল কাটার য়ে পদ্ধতি উল্লেখ করছি সভাবে চুল কাটা। ইতোমধ্যে তিনি ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ এমন যসেব বিষয়ে লপ্ত হয়ছেন সেগুলোর জন্য তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে এমন এক মহলা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয় যনি তার উমরা সম্পন্ন করতে পারেননি: আর এ নারী যসেব ইহরাম-নষিদিধ কার্যাবলতি লপ্ত হয়ছেন; যমেন ধরুন তার স্বামী তার সাথে সহবাস করছে। ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা কঠনিতর নষিদিধ। এক্ষতেরে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা এ নারী অজ্ঞ ছিল। প্রত্যকে ব্যক্তি যনি অজ্ঞতাবশতঃ কথিবা ভুলক্রমে কথিবা জবরদস্তরি শকার হয়ে ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ এমন কোন কর্মে লপ্ত হন তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।[শাইখ ইবনে উছাইমীনেরে ফতোয়াসমগ্র (২১/৩৫১) থকে সমাপ্ত]

তাকে আরও জিজ্ঞেসে করা হয় এমন এক লোক সম্পর্কে য়ে ব্যক্তি উমরা আদায় করার পর তার মাথার শুধু এক অংশরে চুল কটেছে, এরপর তার পরবাররে কাছে ফরি আসার পর তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ছে য়ে, তার কাজটি ভুল ছিল; এমতাবস্থায় তার কর্তব্য কী? জবাবে তিনি বলেন: যদি তিনি অজ্ঞতাবশতঃ তা করে থাকনে তাহলে তার কর্তব্য হচ্ছে, এখন সাধারণ



কাপড় খুলে (ইহরামের কাপড় পরধান করা) এবং পরপূর্ণভাবে মাথা মুণ্ডন করা কথিবা চুল ছোট করা। তার এ ভুল ক্షমার্হ। কনেনা তিনি জানতনে না। মক্কায় অবস্থান করে মাথা মুণ্ডন করা কথিবা চুল ছোট করা শর্ত নয়। বরং মক্কাতে ও মক্কার বাহরিতে এ কাজ করা যায়। আর যদি তিনি কোনে আলমেরে ফতযোর ভিত্তিতে এ আমল করে থাকনে তাহলে তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তোমরা আলমেগণকে জিজ্ঞেসে কর; যদি তোমরা না জান।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৪৩] কোনে কোনে আলমেরে অভিমিত হচ্ছ- মাথার কোনে একটা অংশ থেকে চুল কাটা গোটো মাথার চুল কাটার পরযায়ভুক্ত।[আল-লকিউস শাহরি (১০নং) থেকে সমাপ্ত]

নারীদরে চুল কাটার পূর্বে পোশাক পরবিত্তন করা আবশ্যক নয়। কনেনা নারীর জন্য ইহরাম অবস্থায় সাধারণ পোশাক পরধান করা নষিদিধ নয়। বরং তার জন্য শুধু নকোব ও মজেজা পরা নষিদিধ।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।